O.R

WBPTWA

পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি

সংবিধান

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতি পথ চলা শুরু করে ২০০১ সালে। যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা ২০১১ সালে নিবন্ধভুক্ত করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাতেই এই সংগঠনের অবাধ বিস্তার। ২০২০ সালে নভেম্বর মাসে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের সংগঠনের সংবিধান প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য পাঁচ সদস্যর একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার প্রধান করা হয় আমাকে (শ্রী সুজিত রায়, নদিয়া)। বাকি সদস্যরা হলেন ডঃ চন্দ্রাংশু ঘোষ (পূর্ব বর্ধমান), শ্রী অলিকেন্দু চক্রবর্তী (বীরভূম), শ্রী বিবেকানন্দ সাহা (দার্জিলিং) ও শ্রী দিলীপ রায় (কোচবিহার)। এই কমিটি দুই মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতা, পদাধিকারী, বিভিন্ন পেশা ও সংগঠনের সাথে যুক্ত সুশাসক, বিজ্ঞব্যক্তিগন, বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদ, বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনের পরিচালকদের সাথে কথা বলে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। এরপর এই খসড়া নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক ভার্চুয়াল মিটিং এর দ্বারা তা সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে পূর্ণাঙ্গ সংবিধানের রূপ দেওয়া হয়। সংবিধান রচনা কখনই সদস্য/সদস্যাদের নিয়মের বেড়াজালে শৃঙ্খালিত করার জন্য রচনা করা হয়নি। সংবিধান রচিত হয়েছে সংগঠনের কাজগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য। আশা করা যায় সংগঠনের প্রতিটি সদস্য সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে সংগঠনের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করবেন। এবং সংগঠনকে সর্বৎকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবেন।

বিনীত

শ্রী সুজিত রায়

সংবিধান খসড়া কমিটির প্রধান

সংবিধানের প্রস্তাবনা ঃ-

আমরা West Bengal Private Tutors' Welfare Association (WBPTWA) বা পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যবৃন্দরা আমাদের সংগঠনকে একটি সর্ববিধ দুর্নীতিমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, অ-রাজনৈতিক সংগঠনরূপে গড়ে তুলতে শপথ গ্রহণ করছি এবং সদস্যদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে সেজন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি আজ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে West Bengal Private Tutors' Welfare Association (WBPTWA) বা পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ ও কার্যকর করছি।

সংগঠনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঃ-

West Bengal Private Tutors' Welfare Association (WBPTWA) বা পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল ঃ-

প্রথমত ঃ সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যার স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও গৃহশিক্ষকতা পেশাটির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। আর এই পেশাটিকে সুরক্ষিত করতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন পেশার সরকারী স্বীকৃতি। এজন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন, এমনকি প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত ঃ পেশাটি যেসকল ক্ষতিকর প্রথার জন্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তা সমূলে উৎপাঠিত করা। সরকারী স্কুল ও সরকারী পোষিত স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অ-নৈতিক, আইনবিরোধী গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গৃহশিক্ষকদের সংগঠিত করে সর্বক্ষেত্রে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা; প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সমাজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের গৃহশিক্ষকতার নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে জনমত গঠন করা। তবে এই আন্দোলন হবে সম্পূর্ণ আইনসংগত, অহিংস ও গণতান্ত্রিক।

তৃতীয়ত ঃ সংগঠনের নামের সঙ্গে 'Welfare'বা 'কল্যাণ' কথাটি যুক্ত। তাই সংগঠন সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে।

চতুর্থত ঃ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গৃহশিক্ষকদের মধ্যে সংহতি স্থাপন। তাই পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই সংগঠনের বিস্তৃতি আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

পঞ্চমতঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করা। এবং সর্বস্তরের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিকিকরণের বিরোধীতা।

সাধারণ সদস্য হওয়ার শর্তাবলীঃ-

১ অবশ্যই একজন ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
২ গৃহশিক্ষক হতে হবে।
৩ ১৮ বছর বয়স হতে হবে।
৪ কোনো আদালতের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া যাবে না।
৫ অন্য গৃহশিক্ষক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা যাবে না।
৬ কোনো টিউশনরত স্কুলশিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে লাভজনক কোনো কাজে যুক্ত থাকা যাবে না।
৭ কোনো সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করা যাবে না।
৮ কোনো সরকারি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশিক সময় অথবা অতিথি শিক্ষক পদে চাকুরী করা যাবে না।
৯ বেসরকারি অফিস, স্কুল, কলেজে চাকুরীরত ব্যক্তি আমাদের সংগঠনে সদস্য হতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে নূন্যতম বেতন ১০,০০০ (দশ হাজার)-এর কম হতে হবে।
১০ কোন স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা/শিক্ষাকর্মী/অধ্যাপক এর কাছে নিজের সন্তানকে পড়াতে পাঠানো যাবে না।

সদস্যপদ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত অর্থঃ-

তৎকালীন সময়ে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যপদ গ্রহণের জন্য প্রদেয় অর্থ নির্ধারিত করবে। পাঁচ বছরের মধ্যে এই এককালীন সদস্যপদের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। পাঁচ বছর পর আবার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য অর্থ নির্ধারণ করবে।

সাধারণ সদস্যদের শাস্তির বিধান ঃ-

১। কোনো সদস্য কোনো রকম ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান বা সদস্য পদ বাতিলের আগে তাঁকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিস দিতে হবে। এবং উত্তর দেওয়া নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। শোকজ-এর উত্তর না দিলে তা সংগঠন অবমাননা বলে ধরা হবে। শোকজের নোটিশ সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত Whatsapp বা Email-এ পাঠানো যাবে।

২। যদি কোনো সদস্য/সদস্যা সদস্য পদ গ্রহণের সময়ের কোনো মিথ্যা তথ্য প্রেরণ করেন বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করেন তাহলে সদস্য পদ বাতিল করা হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট কমিটিকে (কেন্দ্রীয়, জেলা, ইউনিট কমিটি) না জানিয়ে পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কমিটি তাঁকে ছয় মাস পর্যন্ত সাসপেন্ড করতে পারে।

৪ । যদি কোনো সদস্য পরপর দুই-বার সংগঠনের সদস্য পদের নবীকরন না করান তাহলে জেলা কমিটি প্রয়োজন বোধ করলে তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারে।

৫। সংগঠনের পক্ষে অনিষ্টকর এমন কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বা প্রকাশ্যে সংগঠনবিরোধী কোনো মন্তব্য করলে দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হবে।

৬। সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকের (তাঁরা যে ইউনিট বা কমিটিতে আছেন) নির্দেশ উপযুক্ত কারণ ছাড়া অমান্য করলে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হবে।

৭। কোনো টিউশনরত স্কুলশিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর সঙ্গে লাভজনক কোনো কাজে যুক্ত থাকা বা নিজের সন্তানকে ঐ স্কুলশিক্ষকের কাছে পড়ানো বা ছাত্রছাত্রীকে কোনো স্কুলশিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে প্রাইভেট টিউশনের জন্য সুপারিশ করলে বা পরামর্শ প্রদান করলে তাঁর সদস্য পদ বাতিল করা হবে।

কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া ঃ

কেন্দ্রীয় কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণর ছয় মাস আগে থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে দুই মাসের মধ্যে জেলা কমিটিগুলি তাদের অধীনে থাকা সমস্ত ইউনিট কমিটিগুলি ভেঙ্গে ইউনিট কমিটি গঠনের নিয়মাবলী মেনে নতুন ইউনিট কমিটি গঠন করবে।

ইউনিট কমিটি গঠনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে এক মাসের মধ্যে পুরাতন জেলা কমিটি ভেঙ্গে নতুন করে জেলার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। জেলার নির্বাচনের প্রাককালে

যাবতীয় প্রস্তুতি ও কার্যাবলী ঐ জেলার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পন্ন করবে।

জেলা কমিটি গঠনের সময়সীমা শেষ হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

ইউনিট কমিটি গঠন ঃ-

১। ইউনিট কমিটি গঠনের জন্য ন্যূনতম ৭ জন সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক।
২। প্রত্যেক কমিটি গঠনে একজন জেলা প্রতিনিধির উপস্থিতি আবশ্যক।
৩। কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সম্পাদক পদগুলি আবশ্যক।
৪। ইউনিট সভাপতি ও সম্পাদক অনুপস্থিত হলে সভাপতি একজন পদাধিকারীকে মনোনীত করবেন। যিনি ইউনিটের কাজ পরিচালনা করবেন। এবং একজনকে মনোনীত করতে হবে, যিনি ইউনিটের প্রতিনিধিরূপে জেলা কমিটির সভাগুলিতে উপস্থিত থাকবেন।
৫। Approval কেবলমাত্র জেলা সভাপতি বা জেলা সম্পাদক দিতে পারেন।
৬। একটি বৃহৎ কমিটি (সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৫০ জন) ভেঙে দুটি কমিটি গঠন করতে হলে ঐ কমিটির অর্ধেকের বেশী সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে।
৭। একই জেলায় একই নামে দুটি ইউনিট কমিটি গঠন করা যাবে না।
৮। ইউনিটগুলি জেলা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করবে।
৯। ইউনিটগুলিকে জেলা কমিটির ও রাজ্য কমিটির প্রত্যেকটি কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন বাধ্যতামূলক।
১০। ইউনিটের সভাপতি ও সম্পাদক পদ দুটি মনোনীত না হলে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করতে হবে।

ব্লক কমিটি গঠন ঃ-

১। কোনো জেলা কমিটি যদি প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে ব্লক কমিটি গঠন করতে চায় তাহলে সেই জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে তা করতে হবে। এবং নূন্যতম কতগুলি ইউনিট কমিটি নিয়ে ব্লক কমিটি গঠিত হবে তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ঠিক করে দেবে। এই কমিটি গঠনের নিয়মাবলী জেলা কমিটির দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং জেলা কমিটি এই কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

জেলা কমিটি গঠন ঃ-

১। একটি জেলা কমিটি ন্যূনতম ৭টি ইউনিট কমিটি নিয়ে গঠিত হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির (Central Executive Committee) অনুমোদনে সাতটির কম ইউনিট নিয়ে জেলা কমিটির গঠন করা যেতে পারে; তবে সেক্ষেত্রে পাঁচটি ইউনিটের কম হবে না। জেলার মোট ইউনিটগুলির ৫০ শতাংশ এবং মোট সদস্যের ৫০ শতাংশের বেশি সদস্যর উপস্থিতিতে জেলা কমিটি গঠন আবশ্যক।

২। জেলা কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা মনোনীত (সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধি বাদে) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

৩। সভাপতি ও সম্পাদক নির্ণয় মনোনয়নের মাধ্যমে না হলে নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট এর সভাপতি ও সম্পাদক-এর ভোটাধিকার থাকবে। সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতিটি পরিচালনা করবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনীত সদস্য। নির্বাচনের ফল অমীমাংসিত হলে কেন্দ্রীয় সভাপতি কাস্টিং ভোট দিয়ে ফলাফল মীমাংসা করবেন। সভাপতির সিদ্ধান্তের উপর প্রকাশ্যে কোনো সমালোচনা করা শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

৪। জেলা কমিটি গঠনে প্রত্যেকটি ইউনিট থেকে একজন করে সদস্য মনোনীত হয়ে আসবেন। যাঁরা সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনে ভোট দেবেন। এবং সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনের পর এদের মধ্য থেকে জেলা কমিটির বাকি পদগুলি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় আলোচনা করে বন্টন করবেন।

৫। জেলা কমিটির পদাধীকারীরাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের সিদ্ধান্ত বাকি জেলা কমিটির সদস্য ও ইউনিটগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

৬। জেলা কমিটিতে অংশ গ্রহনকারী ইউনিট এর সদস্যর মনোনয়ন ইউনিট কমিটি ইউনিটের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারন করবে।

৭। জেলা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে জেলা সভাপতি ও সম্পাদক একটি ইউনিট থেকে সর্বাধিক ৩ জন এবং মোট ৫ জন সদস্য সমস্ত ইউনিটগুলির মধ্য থেকে মনোনীত করতে পারবেন। এদের মধ্যে যে কোন ৩ জন সদস্য পদাধিকার হতে পারবেন।

৮। প্রত্যেক জেলা কমিটিকে তাঁদের জেলার সমস্ত ইউনিটের যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাতে বাধ্য থাকবে। এবং সদস্যদের দ্বারা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে ইউনিট ও কেন্দ্রকে সাহায্য করবে।

৯। জেলা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনে নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

জেলা সভাপতি ও সম্পাদক পদের যোগ্যতা ঃ-

১। জেলা সভাপতি ও সম্পাদক পদপ্রার্থীকে হয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান বা প্রাক্তন যে কোনো সদস্য পদে বা বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা কমিটির -র যে কোনো সদস্য পদে বা ইউনিটের সভাপতি বা সম্পাদক পদে অংশ গ্রহনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। তাঁকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং ঐ জেলার কোনো একটি ইউনিটের সদস্য হতে হবে।

জেলা কমিটির অবয়ব (structure) ঃ-

১। জেলা কমিটিতে সভাপতি এবং সম্পাদক ছাড়াও সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এই পদগুলি বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে। সংগঠনের সুবিধার্থে সভাপতি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আরও পদ সৃষ্টি করতে পারেন।

২। কমিটির পদাধিকারী ব্যক্তি ১৫ জনের বেশী হবে না।

৩। সভাপতি কোনো পদাধিকারী ব্যক্তিকে পদ থেকে অপসারিত করতে চাইলে তাঁকে পদাধিকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং যাঁকে অপসারিত করা হবে পূর্বে তাঁকে সতর্ক করতে হবে।

জেলা উপদেষ্টা কমিটিঃ

জেলা কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারে। উপদেষ্টা কমিটিতে প্রাধান্য পাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির এবং প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্যরা। এই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ঃ-

নির্বাচন কমিটি ঃ-

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পাঁচজন সদস্যের বিশেষ একটি 'নির্বাচন কমিটি' গঠন করতে হবে। এই কমিটি সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন পরিচালনা করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভা আহ্বান করে অথবা সেই মুহূর্তে সভা আহ্বান করা সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় কমিটি Call Conference-এর মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থনে এই কমিটি গঠিত হবে। সেক্ষেত্রে কমিটির প্রধানও Call Conference-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

এই কমিটির সদস্য মনোনয়নের মাধ্যমে স্থির হবে।

কেন্দ্রীয় সভাপতি পদের যোগ্যতা ঃ-

১। যিনি সভাপতি পদে আবেদন করবেন তাঁকে অবশ্যই কোনো না কোনো ইউনিটের সদস্য হতে হবে।
২। তিনি পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক, কো-অর্ডিনেটর, সহ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভ করেছেন। অথবা কোনো জেলার বর্তমান বা প্রাক্তন সভাপতি, সম্পাদক—আছেন বা ছিলেন।
৩। অতীতে সংগঠন বিরোধী কোনো কাজে জড়িত ছিলেন না।
৪। সংগঠনের কোনো পদ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে পদত্যাগ করেননি।
৫। কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো উচ্চপদে (রাজ্য, জেলা বা ব্লক স্তরে) আসীন নন।
৬। তাঁর নামে কোনো ফৌজদারী মামলা বর্তমানে চলছে না।
৭। যিনি পদপ্রার্থী হবেন তিনি যদি বর্তমানে কোন পদে থেকে থাকেন তাহলে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে পূর্বের পদটি ছাড়তে হবে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক পদের যোগ্যতা ঃ-

একজন সম্পাদক সভাপতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সভাপতির ন্যায় সম্মান বা যোগ্যতা সম্পাদকেরও থাকা বাঞ্ছনীয়।

পদ প্রার্থীর শর্তাবলী ঃ-

একই ব্যক্তি সভাপতি ও সম্পাদক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। এবং এই দুটি পদে নির্বাচন একই দিনে সম্পন্ন করতে হবে। একই জেলা কমিটি থেকে একজনের বেশী সদস্য সভাপতি বা সম্পাদক পদে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু জেলা

কমিটির সদস্যর বাইরে ঐ জেলা থেকে কোনো ব্যক্তি সভাপতি বা সম্পাদক পদে দাঁড়াতে পারবেন। তবে সব ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদপ্রার্থীর যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমে সভাপতি নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এর পর যে জেলা থেকে সভাপতি নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন সেই জেলা থেকে সম্পাদক পদের জন্য সমস্ত প্রার্থীর আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনের পরেও তাদের জেলা থেকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে একজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন।

<u>সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন প্রক্রিয়া</u> ঃ-

সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনের দিন ন্যূনতম ৩০ দিন আগে ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচনে সভাপতি ও সম্পাদক পদপ্রার্থীদের নির্বাচন কমিটির প্রধানকে নির্বাচনের কমপক্ষে ২০ দিন আগে জানাতে হবে। তিনি আবার নির্বাচন কমিটির Official Whatsapp Group এ সেই আবেদন Forward করবেন। একজন সভাপতি ও সম্পাদক পদপ্রার্থীকে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত ও দশ জন কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। একই ব্যক্তি একাধিক পদপ্রার্থীকে সমর্থন করতে পারবে না। সভাপতি ও সম্পাদক পদপ্রার্থী তাঁর সপক্ষে অথবা অন্য ব্যক্তি তাঁর হয়ে প্রচার করতে পারেন। কিন্তু প্রচারে কোনো ভোটারকে প্রলুব্ধ করা, বিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার, কোনো হিংসার আশ্রয় নেওয়া, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি প্রমানিত হলে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল হবে। তিনি পরবর্তী নির্বাচনেও পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। নির্বাচনে ফলাফল অমীমাংসিত হলে লটারিতে চূড়ান্ত হবে। এই ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল সকলেই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

<u>জেলা কমিটি থেকে সদস্য গ্রহনঃ-</u>

১। নির্বাচন কমিটি সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনের আগে প্রত্যেক জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে এমন জেলা থেকে একজন করে সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে পাঠানোর জন্য আবেদন করবেন। যারা সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনে ভোট দেবেন। এই সদস্যরাই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বলে বিবেচিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কখনই পরিবর্তন করা যাবে না।

<u>সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনে ভোটাধিকার</u> ঃ-

১। নির্বাচন কমিটি দ্বারা প্রত্যেক জেলা থেকে একজন নেওয়া সদস্যরা এবং জেলা কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদকরাই কেবলমাত্র ভোটদান করতে পারবেন।

<u>কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া</u> ঃ-

১। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিটি দ্বারা প্রত্যেক জেলা থেকে নেওয়া একজন করে সদস্যদের নিয়ে 'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠন করবেন। এরপর সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এই কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকেই পদ বিতরন করবেন। এই গোটা প্রক্রিয়াটি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এর পর আনুপাতিক হারে জেলাগুলি থেকে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য নেওয়া হবে।

<u>কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অবয়ব (Structure)</u> ঃ-

১। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৫টি পদ কমিটিতে আবশ্যক। এছাড়াও সভাপতি সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর কমিটির কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে একাধিক পদ

সৃষ্টি করতে পারেন। সংগঠনের কাজগুলি যথাযথ সম্পাদনের জন্য একাধিক সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদ তৈরী করা যেতে পারে। কোষাধ্যক্ষ পদটির ক্ষেত্রে Commerce Graduate বা হিসাবশাস্ত্র বিশারদ হতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পূর্বে এই কাজে অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তি কে নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া বাকী পদ যেমন- কো-অর্ডিনেটর, অবজারভার এই পদগুলি প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২। **'এক ব্যক্তি, এক পদ'**— কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটি সর্বত্র প্রযোজ্য হবে।

পদাধিকারীর শর্তাবলী

কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পদাধিকারী ব্যক্তি কোনো সরকারি স্কুলের বা কলেজ বা বিশ্বদ্যািলয়ের সঙ্গে কোনোরূপ আর্থিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ-

মূলত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন পদাধিকারীদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। সাধারণ কমিটি মেয়াদ অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ থাকবে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন এই কমিটির প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। তিনি না থাকতে চাইলে সভাপতি সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কমিটির প্রধান মনোনয়ন করবেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন কোনো সভাপতি বা সম্পাদক যিনি বর্তমান কমিটিতে নেই তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। এই কমিটির কাজ হবে পরিস্থিতি বিচার করে রাজ্য কমিটিকে বিভিন্ন প্রস্তাব বা পরামর্শ প্রদান। রাজ্য কমিটি এই প্রস্তাব বা পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। তবে রাজ্য কমিটি উপদেষ্টা কমিটির কোনো প্রস্তাব বা পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে না করলে তার ব্যাখ্যা উপদেষ্টা কমিটিকে দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ-

১। এই কমিটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি।

২। এই কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যেক কমিটি ও প্রত্যেক সদস্য মানতে বাধ্য থাকবে। তবে সভাপতি বা সম্পাদক সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার জন্য কোনো সিদ্ধান্ত পুনরায় এই কমিটিকে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটি যদি পুনরায় তা অনুমোদন করেন তাহলে সভাপতি ও সম্পাদক তা মান্যতে বাধ্য থাকবেন। সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় যদি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা এই কমিটি দ্বারা অনুমোদন করাতে হবে।

৩। জেলা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোনো শোকজ, বহিষ্কার বা আর্থিক ক্ষতিপূরনের সিদ্ধান্ত নেবে এই কমিটি।

৫। সংঠনের যে কোনো সদস্য, ইউনিট কমিটি তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যদি জেলার সিদ্ধান্তে প্রতি সন্তুষ্ট না হয় তবে তা সমাধানের দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর। এছাড়া জেলা কমিটির সমস্যা সামাধানের আবেদন করলে তা সমাধানের দায়িত্বও থাকবে এই কমিটির উপর।

৬। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের মধ্যে মতানৈক্য হলে বা কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে এই কমিটি তা সমাধান করবে। সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৭। এই কমিটি প্রয়োজন বোধ করলে যে কোনো কাজ বা আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে কোনো বিষয় উত্থাপন করতে পারে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ঃ-

১। এই কমিটিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পরামর্শ ক্রমে যেকোনো বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হতে পারে।

২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্য এই কমিটির সদস্য হবে।

৩। প্রত্যেক জেলা সভাপতি ও সম্পাদক তাদের পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হবেন।

৪। যে সমস্ত জেলাগুলিতে জেলা কমিটি তৈরী হয়েছে সেখান থেকে একজন করে সদস্য (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছাড়াও) এই কমিটিতে নিতে হবে। এরপর কোন জেলা থেকে কত জন অতিরিক্ত সদস্য নেওয়া হবে তা সেই জেলার নথিভুক্ত সদস্যদের অনুপাতে স্থির হবে। এই আনুপাতিক হার স্থির করে দেবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা কোনো রূপ নির্বাচনে এদের ভোটাধিকার থাকবে না।

৫। এছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে আরো পাঁচজন সদস্যকে এই কমিটি তে মনোনীত করতে পারেন। তবে একটি জেলা থেকে একজনের বেশী নেওয়া যাবে না। এই সংখ্যা বাড়ানো যাবে না। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে বা কোনো রূপ নির্বাচনে এঁদের ভোটাধিকার থাকবে না।

জেলা কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনয়নের পদ্ধতি ঃ-

জেলা সভাপতি বা সম্পাদক নিজের বা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী নাম মনোনয়ন করতে পারবেন না। নাম মনোনয়ন করতে হলে প্রথমে জেলা কমিটির মিটিং আহ্বান করে রেজুলেশনের মাধ্যমে (সংখ্য গরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত) তা পাশ করতে হবে। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক বা স্থানীয় অস্থিরতা) দেখা দিলে Call Conference -এর মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন বা মনোনয়ন করতে হবে। একই ইউনিট থেকে দু'জন সদস্য মনোনয়ন করা যাবে না।

বিভিন্ন পদাধিকারীদের ক্ষমতা, অধিকার ও কার্যের পরিধি ঃ-

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ঃ-

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হলেন সংগঠনের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান। তিনিই সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি-র অন্যান্য সদস্যদের সঙেগ আলোচনা করে তাঁর কমিটির সম্প্রসারণ করবেন। সম্পাদক যেহেতু মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তি তাই তাঁকে বাদে অন্যান্য কাউকে কমিটি থেকে অপসারণ করার ক্ষেত্রে তিনি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন কেন্দ্রীয় সমাবেশ, কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সরকারী আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন, কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় স্তরের কোনো রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙেগ সাক্ষাৎকার বা আলোচনা, কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত বা দশ হাজারের উর্ধ্বে অর্থ ব্যয় তাঁকে না জানিয়ে করা যাবে না। তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, যা সদস্যদের মধ্যে বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। যে সকল ব্যাপারে রাজ্যের

সর্বস্তরের কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন এরূপ সিদ্ধান্ত তিনি একা তা নিতে পারবেন না। সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করে বা কোনো Tele Conference-এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করবেন। তিনি কোনো জেলার কাজ বা সিদ্ধান্ত সংগঠনের পরিপন্থী মনে করলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি মনে করলে তা পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে আবেদন করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পদাধিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে তা কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা নিতে হবে।

<u>সভাপতির দায়িত্ব</u> ঃ-

সভাপতি যেহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী সেহেতু তাঁর দায়বদ্ধতা সর্বাপেক্ষা অধিক। তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। তিনি সমস্ত জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সংগঠনে স্বার্থ সুরক্ষিত করবেন। সংগঠনের স্বার্থ ও নিয়মাবলী যথাযথ মানা হচ্ছে কিনা তিনি তা দেখবেন। তাঁর পদাধিকারীদের মধ্যে (সম্পাদক ব্যতীত) কোন বিবাদ মীমাংসাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

<u>সহ-সভাপতি</u> (Vice-President) ঃ-

সহ-সভাপতি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী মনোনীত হবেন। এক্ষেত্রে তাঁর বয়স কোনো প্রাধান্য পাবে না। সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সভাপতির পরেই তাঁর স্থান। সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভা পরিচালনা করবেন। সেক্ষেত্রে তিনি কাজ চালানোর মতো অস্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও স্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। একমাত্র সভাপতির নির্দেশে কখনো প্রয়োজন হলে তিনি কোথাও স্বাক্ষর করতে পারেবেন। অবশ্য সম্পাদক উপস্থিত থাকলে স্বাক্ষর সম্পাদকই করবেন। সভাপতির পাশের চেয়ারটিতে তিনিই বসবেন। তিনি কেবলমাত্র সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি-র কাছেই দায়বদ্ধ।

<u>কেন্দ্রীয় সম্পাদক</u> ঃ-

সভাপতির পরেই প্রশাসনিক দিক থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর স্থান সম্পাদকের। সম্পাদক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যাবলীর তদারকি করবেন। তাৎক্ষণিক কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর থাকবে। কোনো Official Work বা কোনো কাজের চুক্তির ক্ষেত্রে তিনিই স্বাক্ষর করার অধিকারী। সুষ্ঠু ভাবে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা করে Sub Committee গঠন করতে পারেন। তবে তাঁর কোনো কাজ বিতর্কিত মনে হলে সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি-এর কাছে পাঠাতে পারেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করলে তাঁর কোনো সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁর কাজের জন্য দায়বদ্ধ। সম্পাদক সরাসরি কোনো জেলা কমিটির কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তবে তিনি কেন্দ্রীয় কোনো কাজ জেলা কমিটিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে জেলা কমিটি তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবে। কারোর নামে কোনো অভিযোগ থাকলে তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কে জানাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত যেখানে সংগঠনের বৃহত্তর অংশের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বা দশ হাজার টাকার অধিক আর্থিক কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতি নিতে বাধ্য।

__মুখপাত্র ঃ__

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একজন সদস্য এই পদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা মনোনীত হবেন। মুখপাত্র হলেন সংগঠনের মুখ। যিনি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা সাধারন সদস্য ও জনগনের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর সমস্ত কর্মসূচী বা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবগত করবেন। তবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মুখপাত্রের কাজ কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করতে পারবেন।

__সহ-সম্পাদক__ ঃ-

সহ-সম্পাদকের মূলত কাজ হল সম্পাদককে সাহায্য করা। ইনি সম্পাদকের আদেশ মানতে বাধ্য থাকবেন। সম্পাদক প্রয়োজন মনে করলে সহ-সম্পাদককে যথাযথ কারণ দেখিয়ে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি-র অনুমতি নিতে হবে। তবে অবশ্যই তাঁকে অব্যাহতির আগে সভাপতিকে জানাতে হবে। সহ-সম্পাদক সর্বদা সম্পাদকের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবেন।

__কোষাধ্যক্ষ__ ঃ-

সংগঠনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ। সংগঠনের সমস্ত আর্থিক হিসাব তিনি রাখবেন। ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ তোলার ক্ষেত্রে তাঁর Signing authority থাকবে। আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। যেকোনো অর্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত তাঁর অগোচরে হবে না। সংগঠনের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনি সভাপতির কাছে জমা দেবেন। সংগঠনের বাৎসরিক সরকারি অডিট-এর ব্যবস্থা তিনিই করাবেন। তিনি মনে করলে জেলা কমিটির কাছে তাদের আর্থিক তহবিলের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন। জেলাগুলিও তাদের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেবে।

__OFFICE IN CHARGE__ :

সংগঠন ও অফিস পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে **OFFICE IN CHARGE** এর তত্ত্বাবধানে। কোনো সরকারি আধিকারিককে প্রেরিত চিঠির প্রতিলিপি, কোনো লিফলেটের কপি, মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী বা জেলাশাসক বা জেলা পরিদর্শকের বা অন্যান্য আধিকারিকদের প্রেরিত চিঠি এবং বিভিন্ন ডেপুটেশনের রিসিভ কপি, আর.টি.আই কপি তিনি সংগ্রহ করবেন এবং সংরক্ষিত রাখবেন। প্রতিটি জেলা কমিটি ও জেলার ইউনিটগুলির সংখ্যা, তাঁদের নাম, সভাপতি ও সম্পাদকসহ জেলা কমিটির পদাধিকারীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বা তথ্য তাঁর কাছে অবশ্যই থাকবে। অফিসিয়াল কর্মপ্রণালীর যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার অধিকার তাঁর থাকবে।

__কো-অর্ডিনেটর__ ঃ-

কো-অর্ডিনেটরের কাজ মূলত জেলাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের একটা সমন্বয়সাধন। একজন কো-অর্ডিনেটর কেন্দ্র ও জেলা কমিটির মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার কাজ করে থাকেন। ইনি কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম জেলা কমিটির মধ্যে সরবরাহ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেবেন। জেলার বিভিন্ন তথ্য রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীদের কাছে পরিবেশন করবেন। তিনি জেলার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না এবং জেলাগুলিকে কোনো নির্দেশ দিতেও পারবেন না। সভাপতি ও সম্পাদকের অনুমতি ভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে কোথাও কোনো

স্বাক্ষরও করতে পারবেন না। কোনো জেলায় কেন্দ্রীয় কোনো কার্য রূপায়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

পর্যবেক্ষক (Observer) ঃ-

এটি স্থায়ী পদ নয়, যে সমস্ত জেলাতে জেলা কমিটি তৈরী হয়নি একমাত্র সেখানেই পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। সাময়িক বা বিশেষ পরিস্থিতেও নিয়োগ করা যেতে পারে। একই জেলার কোনো ব্যক্তি সেই জেলার পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না। জেলা কমিটি গঠনের আগে পর্যন্ত তিনি ঐ জেলার সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। ঐ জেলার সকল বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে।

মেয়াদকাল ঃ-

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটি প্রতিটি কমিটির মেয়াদকাল থাকবে দুই বছর। একই ব্যক্তি তিন বারের বেশি সভাপতি বা সম্পাদক পদে বা সভাপতি ও সম্পাদক পদ মিলিয়েও নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক বা স্থানীয় অস্থিরতা দেখা দিলে) নতুন কমিটি বা সভাপতি নির্বাচন করা না হলে কেন্দ্রীয় কমিটি Call Conference -এর মাধ্যমে একজন অস্থায়ী প্রধান নির্ধারণ করবেন। তিনি কেবল সংগঠনের কাজগুলি পরিচালনা করবেন, কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাৎসরিক একটি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভা ডেকে কর্মসূচীর পর্যালোচনা করবে এবং গত বছরের হিসাব দেবে। জেলাগুলির ক্ষেত্রে বছরে অন্তত দু-বার পূর্ণাঙ্গ সভা ডেকে কর্মসূচীর পর্যালোচনা করবে। আর ইউনিটগুলি মাসে অন্তত একটি করে পূর্ণাঙ্গ সভার ব্যবস্থা করবে।

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঃ-

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অদক্ষতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বজনপোষণ, দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রভৃতির অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যেতে পারে। ঐ অনাস্থা প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে। অনাস্থা ভোট পরিচালনা করবেন সহ-সভাপতি। অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হলে তিনি ঐ পদ থেকে অপসারিত হবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত সদস্যের অর্ধেকের বেশী ভোট যেদিকে থাকবে তাঁরাই অনাস্থা ভোটে জয়লাভ করবেন। যদি অনাস্থা প্রস্তাবে ফল অমীমাংসিত হলে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ঃ-

জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে হলে জেলা কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থনের স্বাক্ষর নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতির কাছে আবেদন করতে হবে। এরপর কেন্দ্রীয় সভাপতি উভয়ের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান না হলে কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর পরিচালনায় অনাস্থা ভোট হবে। জেলা কমিটির উপস্থিত সদস্যের অর্ধেকের বেশী ভোট যেদিকে থাকবে তাঁরাই অনাস্থা ভোটে জয়লাভ করবেন। অনাস্থা প্রস্তাবে ফল অমীমাংসিত হলে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হবে।

কেন্দ্রীয় বা জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের অপসারণ ঃ-

কেন্দ্রীয় বা জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যদি কোনো ফৌজদারি মামলায় একমাসের অধিক কারাবাস করেন, তাহলে তাঁরা সরাসরি পদচ্যুত হবেন।

তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ যেমন সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ, পক্ষপাতিত্ব, সংগঠনকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার, আর্থিক তছরুপ, স্বজনপোষণ প্রভৃতি অভিযোগ থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় বা জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের অপসারনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে বা সেই মুহূর্তে তা সম্ভব না হলে Call Conference-এর মাধ্যমে তদন্ত কমিটি গঠিত হবে। একমাসের মধ্যে তদন্ত কমিটিকে রায় দান করতে হবে। তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় বা জেলা সভাপতি ও সম্পাদক পদ থেকে দূরে থাকবেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সেই অভিযোগের পরিপেক্ষিতে যাবতীয় তদন্তভারের কার্যপরিচালনা কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি করবেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদকের ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সভাপতি সেই দায়িত্ব পালন করবেন।

জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সেই অভিযোগের পরিপেক্ষিতে যাবতীয় তদন্তভারের কার্যপরিচালনা কেন্দ্রীয় সভাপতি করবেন।

ইউনিট সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সেই অভিযোগের পরিপেক্ষিতে যাবতীয় তদন্তভারের কার্যপরিচালনা জেলা সভাপতি করবেন।

তদন্তে নির্দোষ প্রমানিত হলে তারা স্বপদে বহাল থাকবেন। আর দোষী প্রমানিত হলে তারা পদচ্যুত হবেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি পদচ্যুত হলে পরবর্তী জেলা সম্মেলনের দ্বারা নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি একটি ভার্চুয়াল সভা ডেকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্য থেকে একজনকে প্রশাসক নির্বাচন করবে। প্রশাসক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বাকি সদস্যদের নিয়ে কার্য পরিচালনা করবেন। তবে সময় প্রশাসক সংগঠনের কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবেন না। তবে বর্তমান কার্যাবলী ও কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে এইরূপ ঘটনা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্নের ছয় মাসের মধ্যে হলে পুরানো কমিটির নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পন্ন হবে। কিন্তু এইরূপ ঘটনা মেয়াদ উত্তীর্নর ছয় মাসে পূর্বে ঘটলে প্রশাসক নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে সভাপতি নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পন্ন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকের ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পদচ্যুত ছয় মাসের মধ্যে সম্পাদক নির্বাচন বা মনোনয়ন সভাপতির নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে করতে হবে।

জেলা কমিটির সভাপতি পদচ্যুত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির মতই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃত্বে বাকি জেলা কমিটির পদাধিকারীদের মধ্যে একজন প্রশাসক নিয়োগ হবেন। তিনি বাকি পদাধিকারীদের নিয়ে কার্যভার পরিচালনা করবেন। তবে নীতিগত সিদ্ধান্ত, শাস্তিদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং জেলা ব্যাপি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রশাসক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলে বিবেচিত হবে না। এবং প্রশাসক নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে সভাপতি নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পন্ন করতে হবে।

জেলা সম্পাদকের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটলে পদচ্যুত ছয় মাসের মধ্যে সম্পাদক নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পন্ন করতে হবে।

ইউনিট কমিটি সভাপতি ও সম্পাদকদের অপসারণ ঃ-

ইউনিট কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ যেমন সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ, পক্ষপাতিত্ব, সংগঠনকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার ইত্যাদি প্রমানিত হলে জেলা সভাপতি প্রথমে তাঁর কমিটির সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর কেন্দ্রীয় সভাপতিকে জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কমিটির অন্যান্য পদাধিকারীর সঙ্গে কথা বলে তাকে অপসারণ করবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আগে কারণ দেখানোর নোটিশ দিতে হবে। শোকজের চিঠির উত্তরের জন্য কমপক্ষে ৭ দিন সময় দিতে হবে। তাঁর শোকজের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তবেই তাঁকে ঐ ইউনিট কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের তাঁর পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে ইউনিটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন সহ জেলা সভাপতির কাছে লিখিত প্রস্তাব জমা দিতে হবে। জেলা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনাস্থা ভোট হবে। (যিনি ঐ ইউনিটের সদস্য হবেন না)। এবং অনাস্থা ভোটের নিয়মাবলী জেলার মতই কার্যকর হবে।

জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটির অপসারণ

যদি কোনো জেলা কমিটির বিরুদ্ধে সংগঠন বিরোধী কার্যাবলী অভিযোগ উঠে বা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে অসহযোগিতা করে চলে তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শক্রমে সেই জেলা কমিটিকে তার কারণ দশানোর নোটিশ দিতে হবে। যথাযথ সময়ে উত্তর না পেলে বা উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সভা ডেকে সেই জেলা কমিটিকে কেন্দ্রীয় সভাপতির মাধ্যমে ভেঙ্গে দিতে পারেন।

ইউনিট কমিটির ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটলে জেলা কমিটির আবেদনের পরিপেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কমিটি ইউনিট কমিটি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এবং তা জেলা সভাপতিকে দিয়ে কার্যকর করতে পারেন।

অর্থনৈতিক বিষয়ক ঃ-

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট মাসে সাধারণ সভা আহ্বান করে লিখিতভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবে। প্রত্যেক বছর কোনো সরকারি স্বীকৃত অডিটরকে দিয়ে হিসাব পরীক্ষা করবে। জেলাগুলিও তার আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে দেবে এবং ইউনিটগুলি হিসাব দেবে জেলা কমিটিকে।

কোনো জেলা কমিটি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। কোনো প্রকাশনী সংস্থা বা অন্য কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন আবশ্যক। কেন্দ্রীয় কমিটি ও জেলা কমিটির একটি করে নিজস্ব Bank Account থাকবে। ইউনিটগুলি জেলা কমিটির Bank Account এ এবং জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির Bank Account এ অর্থ প্রেরণ করবে।

তদন্ত কমিটির গঠনের প্রক্রিয়া

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি গঠন ও তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি গঠন ও তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

বিভিন্ন কমিটির মধ্যে সম্পর্ক ঃ-

বিভিন্ন কমিটির মধ্যে সুসম্পর্কের উপর সংগঠনের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটিগুলির মধ্যে সম্পর্কে নির্দেশিকা রচিত হল।

১। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত জেলা কমিটি এবং ইউনিটগুলি মানতে বাধ্য।

২। কোনো ইউনিট জেলার কোনো সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করলে জেলা কমিটি সাধারণ সভা ডেকে শাস্তি বিধান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

৩। জেলা কমিটি যদি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সভা ডেকে শাস্তি বিধান করতে হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে জেলা কমিটিকে বরখাস্ত করা যাবে।

৪। জেলা কমিটির কোনো কাজ ইউনিটগুলির স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ মনে হলে ইউনিট কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির হস্তক্ষেপ দাবি করতে পারে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ঐ জেলায় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের উপর দায়িত্ব দেবে জেলা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট কমিটিরে একসঙ্গে নিয়ে বসে সন্তোষজনক মীমাংসা করার। কোনো পক্ষ এতেও সন্তুষ্ট না হলে সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তে Appeal করবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে উভয়পক্ষ বাধ্য থাকবে। জেলা কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত যদি কোনো সদস্য মনে করে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাহলে তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে বিচারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটির কোনো সদস্যের উপর সরাসরি কোনো ব্যবস্থা বা হস্তক্ষেপ কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করতে পারবে না। জেলার ক্ষেত্রে নির্বাচিত জেলা কমিটির মাধ্যমে এবং ইউনিট কমিটির ক্ষেত্রে জেলা কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ইউনিট কমিটির দ্বারা নিতে হবে।

৬। কেন্দ্রীয় কমিটি ও জেলা কমিটির মধ্যে কোনো বিবাদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সভা আহ্বান করে বা কল কনফারেন্সের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৭। কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পদাধিকারী বা জেলা কমিটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা ইউনিট কমিটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে বা কোনো সদস্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা Social Media তে করা যাবে না। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্যর কাছে কাগজে লিখিত আকারে তা পাঠাতে হবে। অথবা লিখিত বিবরনটির ফটো কপি পাঠাতে পারে। তবে তা কখনই প্রকাশ্যে আনা যাবে না।

সভা আহ্বানের পদ্ধতি

যেকোনো ধরনের সাধারণ সভা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে করতে হবে। কিন্তু আমাদের সংগঠনের নেতৃত্ব যেহেতু সারা রাজ্য ব্যাপি ছড়িয়ে আছে তাই যেকোনো ধরণের সভা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় করা সম্ভব না হলে তা ভার্চুয়ালী করা যাবে । এবং সেই ভার্চুয়ালীর সভার সিদ্ধান্ত সবাই মানতে বাধ্য থাকবে। তবে রাজ্য সম্মেলন কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে করতে হবে।

প্রচার মাধ্যম ঃ-

সংগঠনের নিজস্ব একটি Media Cell থাকবে। Media Cell তিনটি ভাগে বিভক্ত থাকবে—

(1) Social Media Cell (2) Print & Elecronic Media Cell (3) Cultural Cell
প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। যিনি Social Media Cell -এর দায়িত্বে থাকবেন তিনি Facebook, Twitter, Whatsapp,Youtube এর মাধ্যমে সংগঠনের প্রচারটি দেখবেন।

আর, যিনি Print & Electronic Media দেখবেন তিনি সংবাদপত্র, দূরদর্শনের সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন, যাতে সংগঠনের আন্দোলনের বা বিভিন্ন প্রোগ্রামের সংবাদ পরিবেশিত হয়।

Cultural Cell-এর মাধ্যমে জনমত গঠনের জন্য সংগঠন ও আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু Short film, একাঙ্ক নাটিকা, কবিতা, গানের মাধ্যমে Social Media তে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

Facebook Group :

সংগঠনের একটিমাত্র Official Facebook Group থাকবে। এটি কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে ও নিয়ন্ত্রিত হবে। পাঁচ বা সাতজনের বেশি Admin থাকবে না। প্রতিটি Admin কে কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে হবে। কোনো জেলার সভাপতি বা সম্পাদক Admin হতে পারবেন না। সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন পোস্ট তিনি Approve করবেন না বা Admin নিজেও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনমূলক, আপত্তিজনক পোস্ট করতে পারবেন না। অসাবধানতাবশত কোনো ভুল করে ফেললেও একই ভুল বাববার করা যাবে না। একই ভুল বারবার করলে তাঁকে Admin থেকে অপসারিত করতে হবে। কোনো জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ও ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনমূলক এবং অশ্লীল, অশ্রাব্য, কুরুচিকর পোস্ট দেওয়া যাবে না। যদি কোনো সদস্য এ ধরণের পোস্ট করেন তবে প্রাথমিকভাবে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি পুনরায় এই ধরণের পোস্ট করলে তাঁকে Admin কোনো অনুমতি ছাড়াই Remove or Block করতে পারবেন। Admin কোনো সদস্যকে Official Facebook Group থেকে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তবে Remove or Block করতে পারবেন। কোনো সদস্যের কোনো পোস্ট যদি সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর বা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্টের জন্য সভাপতি বা সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সেই সদস্যকে Official Facebook Group থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রমানিত হয় কোনো Admin ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য কাউকে Official Facebook Group থেকে Remove or Block করেছেন তাহলে তাঁকে চিরতরের জন্য Admin থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। কোনো Admin সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বা সম্পাদকের অনুমতি ভিন্ন অন্য কাউকে Admin করতে পারবেন না।

Whatsapp Group :

একই নামে মাত্র একটিই **Whatsapp Group** থাকবে। বিভিন্ন নামে **Whatsapp Group** করতে হলে সেই কমিটির (কেন্দ্রীয়, জেলা, ইউনিট) সভাপতি বা সম্পাদকের অনুমতি প্রয়োজন। **Whatsapp**

Groupকেবলমাত্র সভাপতি, সম্পাদক, মিডিয়া সেলের প্রধান বা মনোনীত ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ কমিটির প্রধানই সৃষ্টি করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির Whatsapp Group :

কেন্দ্রীয় কমিটির Whatsapp Group এ কোনো জেলা সভাপতি বা জেলা সম্পাদক Admin হতে পারবেন না। তবে ঐ Whatsapp Group এর সদস্য হতে পারবেন। এই গ্রুপে রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সম্পাদককে অবশ্যই Admin করতে হবে।

জেলা কমিটির Whatsapp Group :

জেলা কমিটির Whatsapp Group এ জেলা সভাপতি ও জেলার সম্পাদক অবশ্যহ Admin থাকবেন। এই
গ্রুপে সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেটর থাকতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা Admin
থাকতে পারবেন না। রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে জেলা কমিটির গ্রুপে রাখতে জেলা কমিটি বাধ্য থাকবে।

অন্য জেলার কোনো প্রতিনিধি বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বা পদাধিকারীকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে তাঁদের
Whatsapp Group এ যুক্ত করতে পারেন। তবে ভবিষ্যতে তাঁকে না জানিয়ে Remove করা যাবে না।
ইউনিটের ক্ষেত্রেও জেলার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

ইউনিট কমিটির Whatsapp Group :

ইউনিট কমিটির Whatsapp Group এ ইউনিট সভাপতি ও ইউনিটের সম্পাদক অবশ্যই Admin থাকবেন।
এই গ্রুপে সংশ্লিষ্ট জেলার কো-অর্ডিনেটর থাকতে পারবেন। কোনো ইউনিট যদি কেন্দ্রীয় পদাধিকারী কাউকে রাখতে
চান তাহলে রাখতে পারেন। জেলার পদাধিকারীদের মধ্যে কোনো একজন এই গ্রুপের Admin থাকবেন। জেলা
কমিটি ইউনিটের Whatsapp Group তৈরী করবেন।

<u>Whatsapp Group ব্যবহারের নিয়মাবলী</u> :

Whatsapp Group ব্যবহারকারীরা কেবলমাত্র সংগঠনের স্বার্থ সম্বন্ধীয়, আন্দোলন বিষয়ক, গৃহশিক্ষক ও
গৃহশিক্ষকতা বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক পোস্ট করবেন বা মন্তব্য করবেন। তবে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা
যাবে না। অভিযোগ থাকলে তা নির্দিষ্ট পদ্ধিতি মেনে করতে হবে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই সংগঠনের সদস্যদের ভাষা
সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। একই ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি তিনি একই রকম অশ্লীল, অশ্রাব্য,
কুরুচিকর, অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করেন তবে তাঁকে ছয়মাস **Whatsapp Group** থেকে বহিষ্কার করা
হবে।

যদি কোনো সদস্য সংগঠনের যে কোনো **Whatsapp** গ্রুপ থেকে বাহির হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁকে
পূর্ব হইতে সেই সংশ্লিষ্ট গ্রুপে বাহির হওয়ার কারন জানাতে হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক গোলযোগ কারনে কোন
সদস্য গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যান তাহলে এই গোলযোগ ঘটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই গ্রুপে Admin কে জানাতে হবে।
যার প্রমান তিনি রেখে দেবেন। এক্ষেত্রে Admin ও সেই ঘটনার কথা গ্রুপে জানাতে বাধ্য থাকবেন। তবে কোন

সদস্য কোন কারন ও তথ্য প্রদান ছাড়াই কোন গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেলে প্রথমে তাকে এ ভুলের জন্য সাবধান করা হবে। তবে ঐ একই ব্যক্তিদ্বারা দ্বিতীয় বার একই ভুল হলে তাকে ছয় মাসের জন্য সমস্ত **Whatsapp Group** থেকে বহিস্কার করা হবে।

বিঃ দ্রঃ — **Social Media** বিষয়ে **Social MediaCommittee** -র দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁরা তাঁদের কাজের সুবিধার্থে কোনো সাময়িক নিয়মকানুন তৈরী করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্য সভাপতি বা সম্পাদককে দিয়ে **Approve** করিয়ে নিতে হবে।

বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগদানকারী উচ্চপদস্থদের ব্যয়ভার ঃ-

সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাজ্য সভাপতির যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি খতিয়ে দেখবে। এবং সংগঠনের বিশেষ কোনো কাজে প্রেরিত কোনো সদস্যর বা দলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের বিষয়টিও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মতাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সংবিধান সংশোধনী ঃ

সংবধিান সংশোধনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মোট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। তারপর মোট জেলা কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ জেলাকে অনুমোদন দিতে হবে। এর পর বিলটি রাজ্য সভাপতিকে স্বাক্ষর করতে হবে। তিনি বিলটিতে স্বাক্ষর না করে কোন নেতিবাচক দিকের উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুর্নবিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিল কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন দিলে সভাপতি স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকবেন। এরপর তা আইনে পরিনত হবে।